ইমাম আবু হানীফার আক্বীদা
বনাম
হানাফীদের আক্বীদা

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

বি. এ (হাদীছ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ); উচ্চতর ডিপ্লোমা (ইসলামী আইন, রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থা); এম. এ (ইসলামের ইতিহাস ও নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর জীবনচরিত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

মাকতাবাতুস সালাফ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	১৩
ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মন্তব্য	১৬
আক্বীদার উপর ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর কি কোনো লেখনী আছে?	১৮
● (১) আল-ফিক্বহুল আকবার (হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফার সূত্রে বর্ণিত)	১৮
● (২) আল-ফিক্বহুল আকবার (আবু মুত্বী' আল-বালখীর সূত্রে বর্ণিত)	১৯
● (৩) আল-আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম	২০
● (৪) আল-ওয়াছিয়্যাহ	২১
● (৫) রিসালাতুল ইমাম আবী হানীফা ইলা উছমান আল-বাত্তী বা উছমান আল-বাত্তীকে লেখা ইমাম আবু হানীফার পত্র	২২
এই বইগুলোর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মন্তব্য	২২
ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর বইগুলো প্রায় সব আক্বীদার উপর প্রণীত	২৩
কুরআন-হাদীছ গ্রহণ ও এপথের দাওয়াতই ছিল চার ইমামের একমাত্র লক্ষ্য	২৫
● (ক) ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর বক্তব্য	২৮
● (খ) ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ -এর বক্তব্য	৩০
● (গ) ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ -এর বক্তব্য	৩১
● (ঘ) ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ -এর বক্তব্য	৩২
কুরআন ও হাদীছ সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী বুঝা ও মেনে চলা ওয়াজিব	৩৪
চার ইমামের আক্বীদা এক	৩৭
আহলেহাদীছ, ফেরক্বাহ নাজিয়াহ, সালাফী অভিন্ন পরিভাষা	৪১
ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ কি মুরজিঈ ছিলেন?	৪৩
● মুরজিআ কারা?	৪৩
● মুরজিঈরা কত প্রকার ও কী কী?	৪৪

• ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর মধ্যে কোন প্রকার 'ইরজা' পাওয়া যায়?	৪৪
• ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর দু'টি ভুল কী কী?	৪৫
• ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ভ্রষ্ট মুরজিআদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না	৪৬
তাহলে ঈমানের পরিচয় ও হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য কী?	৫১
• ঈমান কী?	৫১
• আমল কি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত?	৫৩
• ঈমানের কি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে?	৫৪
• কুরআন মাজীদ থেকে ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির দলীল	৫৬
• হাদীছ থেকে ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির দলীল	৬২
• ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য	৬৫
ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদার উৎস কী?	৬৯
ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও তার জবাব	৭২
হানাফীদেরকে 'আহলুর রায়' বলা হয় কেনো?	৭৯
হানাফীরা কত ধরনের?	৮০
• ১. পূর্ণাঙ্গ হানাফী	৮১
• ২. শী'আ হানাফী	৮১
• ৩. যাইদিয়্যা হানাফী	৮১
• ৪. মু'তাযিলা হানাফী	৮২
• ৫. মুরজিআ হানাফী	৮২
• ৬. জাহমিয়াহ হানাফী	৮৩
• ৭. কাররামিয়্যা-মুশাব্বিহা হানাফী	৮৩
• ৮. মুরাইসিয়্যাহ হানাফী	৮৪

• ৯. ছূফী হানাফী	৮৪
• ১০. কবরপূজারী হানাফী	৮৪
• ১১. মাতুরিদিয়্যাহ হানাফী	৮৪
হানাফীদের বিভ্রান্তির কারণ	৮৬
আশ‘আরী-মাতুরিদীরা কি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর অনুসারী?	৮৮
• আবু মানছূর আল-মাতুরিদীর পরিচয়	৯১
• আবু মানছূর আল-মাতুরীদী প্রণীত গ্রন্থসমূহ	৯৪
• মুদ্রিত বই দু’টির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ	৯৫
• হানাফী মাতুরীদীদের নিকট আবু মানছূর আল-মাতুরীদীর মর্যাদা	৯৬
আবু মানছূর আল-মাতুরীদীর আক্বীদা	৯৯
• আক্বীদার উৎস	৯৯
• আবু মানুছূর আল-মাতুরীদী কি আবুল হাসান আশ‘আরীর কাছ থেকে আক্বীদা নিয়েছেন?	১০৩
• তবে কি ইবনে কুল্লাবের কাছ থেকে নিয়েছেন?	১০৪
• তাহলে আবু মানছূর মাতুরীদী আক্বীদা নিয়েছেন কার কাছ থেকে?	১০৪
• মাতুরীদী আক্বীদার সারা পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভের কারণ	১০৭
মাতুরীদী আক্বীদার ক্রমবিকাশ	১০৯
ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা বিশ্লেষণ	১১৫
• প্রথমত: তাওহীদ ও শরী‘আত সম্মত ওয়াসীলার ক্ষেত্রে এবং বিদ‘আতী ওয়াসীলা বাতিলের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা	১১৫
• দ্বিতীয়ত: আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত ও জাহমিয়্যাহ মতাদর্শ প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা	১১৬
ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা ও হানাফীদের আক্বীদার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ	১২০

● [এক] আক্বীদার উৎস	১২০
● [দুই] আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কিত বক্তব্যের তা'বীল বা অপব্যাখ্যা	১২১
➢ আবু মানছূর আল-মাতুরীদী ও তার অনুসারীরা কি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর এই নীতি ও আক্বীদা গ্রহণ করতে পেরেছেন?	১২৪
● [তিন] ইলমুল কালামের ব্যাপারে উভয়ের অবস্থান	১২৫
● [চার] আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও আবু মানছূর আল-মাতুরীদী	১৩০
● [পাঁচ] ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও আবু মানছূর মাতুরীদীর নিকট তাওহীদ	১৩৭
➢ কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত তাওহীদ	১৩৭
➢ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর নিকট তাওহীদ	১৪৩
➢ আবু মানছূর আল-মাতুরীদীর নিকট তাওহীদ	১৪৪
● [ছয়] বান্দার উপর প্রথম ওয়াজিব কাজ কোন্‌টি?	১৪৬
● [সাত] আল্লাহর ছিফাত বা গুণাবলি	১৪৮
➢ আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ কী ও কেমন আক্বীদা পোষণ করতেন?	১৪৯
➢ আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আবু মানছূর আল-মাতুরীদী ও তার অনুসারীদের আক্বীদা কেমন?	১৫৪
● [আট] ঈমান	১৫৬
➢ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর ঈমান সম্পর্কিত আক্বীদার সাথে মাতুরীদীদের আক্বীদার কিছু মিল-অমিল	১৫৯
● [নয়] তাক্বদীর	১৬১
● [দশ] নবুঅত	১৬১
● [এগারো] পরকাল	১৬৫
● [বারো] ছাহাবী ও ইমামত	১৬৫

বহুল প্রচলিত কিছু আক্বীদা, যেগুলো ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা মনে করা হয়, অথচ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো	১৬৬
• (১) আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান	১৬৬
• (২) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূরের সৃষ্টি	১৭১
• (৩) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন	১৭৪
• (৪) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীবিত	১৭৬
• (৫) ওয়াসীলা ধরা	১৭৮
• (৬) খানকা-মাযারে মানত করা	১৮৩
• (৭) ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অতি ভক্তি	১৮৫
• (৮) বরকতের পেছনে পড়া	১৮৭
হানাফীরা কি সত্যিই ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা গ্রহণ করেন?	১৮৯
হানাফীরা কি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নন?	১৯০
উপসংহার	১৯১
পরিশিষ্ট: আমার মাযহাব-ভাবনা	১৯২

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ: নু'মান ইবনে ছাবেত ইবনে যূত্বা (زُوْطَى) আল-খাযযায আল-কূফী আত-তাইমী।[২] তার দাদা যূত্বা (বর্তমান আফগানিস্তানের রাজধানী) কাবুলের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন বানু তাইমিল্লাহ গোত্রের ক্রীতদাস, যাকে পরবর্তীতে আযাদ করে দেওয়া হয়। তার পিতা ছাবেত ইসলামের উপরেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন কাপড় ব্যবসায়ী।[৩] তার উপনাম ছিল আবু হানীফা এবং এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

জন্মস্থান ও জন্ম: ইমাম আবু হানীফা ৮০ হিজরীতে কূফায় কতিপয় জুনিয়র ছাহাবায়ে কেরামের (صِغَارُ الصَّحَابَةِ)[৪] জীবদ্দশায় ও উমাইয়্যা খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান রাহিমাহুল্লাহ -এর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন।[৫]

শৈশব ও বৈশিষ্ট্য: ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ কূফায় জন্মগ্রহণ করে বাল্যজীবন সেখানেই কাটান। কিন্তু কীভাবে কাটান, সে ব্যাপারে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু এতোটুকু জানা যায় যে, প্রাথমিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন কাপড় ব্যবসায়ী, দারু আমর ইবনে হুরাইছ-এ তার প্রসিদ্ধ দোকান ছিল এবং তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী; কাউকে কোনো দিন ঠকাননি। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ ও মিষ্টভাষী। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মধ্যম আকৃতির সুশ্রী মানুষ। তিনি এতো সুগন্ধি পছন্দ করতেন এবং ব্যবহার করতেন যে, বাড়ি থেকে বের হলে তাকে না দেখেই বলা যেতো যে, তিনি বের হয়েছেন।[৬]

---

[২] যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ: ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রী.), ৬/৩৯০, জীবনী নং- ১৬৩।

[৩] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/৩৯৪।

[৪] ছিগারুছ ছহাবাহ বা জুনিয়র বা ছোটো ছাহাবা তাদেরকে বলে, যাঁদের ইসলাম গ্রহণ বিলম্বিত হয়েছিলো অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁরা বয়সে ছোটো ছিলেন (নূরুদ্দীন আল-ইত্বর, *মানহাজুন নাক্বদ ফী উলূমিল হাদীছ, দারুল ফিকর, দামেশক, ১ম প্রকাশ: ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.)*।

[৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/৩৯১; ওয়াহ্‌বী সুলায়মান, আবু হানীফা আন-নু'মান, (দারুল ক্বলাম, দামেশক্ব, ৫ম প্রকাশ: ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রী.), পৃ: ৪৭।

[৬] মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস, উছূলুদ-দ্বীন 'ইনদাল ইমাম আবী হানীফা, (দারুছ ছুমায়ঈ, রিয়ায, ১ম প্রকাশ: ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রী.), পৃ: ৬৬।

ইমাম হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন খুব আল্লাহভীরু, ইবাদতগুযার, দুনিয়াবিমুখ, ভদ্র, দানশীল ও ধৈর্য্যশীল। তিনি আল্লাহ্‌র হারামকৃত বিষয়ের ব্যাপারে খুব শক্ত ছিলেন, যাতে কোনোভাবেই তা সম্পাদিত না হয়। দ্বীনের ব্যাপারে না জেনে কোনো কথা বলতেন না। বেশি কথা বলা পছন্দ করতেন না। কারো কখনও গীবত করতেন না।[৭]

শিক্ষা অর্জন: ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ কূফার এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেড়ে উঠেন। ছোট বেলায় তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। সম্ভবত তিনি তার পিতা-মাতার একক সন্তান ছিলেন। তার পিতা কূফায় কাপড়ের ব্যবসা করতেন। সেই সূত্রে তিনিও এই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। সম্ভবত কেউ তাকে ইলমের পথনির্দেশ না করার কারণে প্রথম অবস্থায় তিনি উলামায়ে কেরামের দারসে অংশগ্রহণ না করে পিতার সাথে দোকানে থাকতেন। সেকারণে বাল্যকালে তিনি আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো কতিপয় ছাহাবীকে পেয়েও তাদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করতে পারেননি। বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম শা'বী রাহিমাহুল্লাহ-এর সাথে তার সাক্ষাত হলে তিনি তাকে ইলম অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করেন এবং এই সাক্ষাতই ছিলো তার জীবনের মোড় পরিবর্তনের ঘটনা।

প্রথম দিকে তিনি আরবী ব্যাকরণ ও উছূলুদ-দ্বীন বা আক্বীদা বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি নাস্তিক ও পথভ্রষ্টদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। তিনি ২৭ বারেরও বেশি বাছরায় গমন করেন এবং শরী'আতে বিভ্রাট সৃষ্টিকারীদের বিভ্রাটের জবাব দেন। তিনি জাহমিইয়্যাদের গুরু জাহ্‌ম ইবনে ছফওয়ানের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করে তাকে থামিয়ে দেন। তিনি নাস্তিকদের সাথে বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করে তাদেরকে দ্বীনে ফিরিয়ে আনেন। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ মু'তাযিলা ও খারেজীদের সাথে বাহাছ-মুনাযারা করে তাদেরকে হারিয়ে দেন। তিনি কট্টরপন্থী শী'আদের বিরুদ্ধে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে তুষ্ট করেন। তার বয়স ২০ বছর হতে না হতেই তিনি এতসব কীর্তি অর্জন করেন।

এরপর তিনি দ্বীনের শাখা-প্রশাখাগত বিষয় (فروع) ফিক্বহে মনোনিবেশ করেন। তার শিক্ষাগুরু হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে শিক্ষা অর্জন করেন। এসময় তিনি অন্যান্য আলেম-উলামার কাছেও শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ইকরিমা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুমাল্লাহ-এর কাছ থেকে তাফসীর শিখেন। তিনি হিশাম ইবনে উরওয়াহ ও মুহারিব ইবনে

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৭-৭০।

দিছার আল-কূফী রাহিমাহুল্লাহ -এর কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। এভাবে এক পর্যায়ে তিনি কুরআন-হাদীছের গভীর জ্ঞানের অধিকারী বনে যান।[৮]

তার শিক্ষকবৃন্দ: ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর অনেক শিক্ষক ছিলেন। হাফেয মিযযী রাহিমাহুল্লাহ তার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে ৫০ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। সেই ৫০ জনের কয়েকজন হচ্ছেন- ১. হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান, ২. সিমাক ইবনে হার্ব, ৩. ত্বঊস ইবনে কায়সান, ৪. আমের আশ-শা'বী, ৫. আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার, ৬. আত্বা ইবনু আবী রবাহ, ৭. ইকরিমা, ৮. ক্বাতাদাহ ইবনে দি'আমাহ, ৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, ১০. নাফে', ১১. হিশাম ইবনে উরওয়াহ, ১২. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনছারী, ১৩. আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ, ১৪. আবুয যুবায়ের আল-মাক্কী, ১৫. মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব আল-কালবী রাহিমাহুমুল্লাহ।[৯]

তার ছাত্রবৃন্দ: মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ মিলে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর বহু ছাত্র ছিলেন। হাফেয মিযযী রাহিমাহুল্লাহ তাদের মধ্যে ৭০ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। সেই ৭০ জনের কয়েকজন হচ্ছেন- ১. ইবরাহীম ইবনে ত্বহমান, ২. হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা (তার ছেলে), ৩. যুফার ইবনুল হুযাইল আত-তামীমী, ৪. যায়েদ ইবনুল হুবাব, ৫. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ৬. আব্দুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম, ৭. আলী ইবনে মুসহির, ৮. ফাযল ইবনে দুকাইন, ৯. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী, ১০. ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ, ১১. ইয়াযীদ ইবনে হারূন, ১২. ইয়াযীদ ইবনে যুরাই', ১৩. মুহাম্মাদ ইবনে বিশর আল-আবদী, ১৪. জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ আয-যববী, ১৫. ক্বাযী আবু ইউসুফ রাহিমাহুমুল্লাহ।[১০]

মৃত্যু: ১৫০ হিজরীর মধ্য শা'বানে ৭০ বছর বয়সে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ জেলখানায় মৃত্যুবরণ করেন এবং বাগদাদের খায়যুরান কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।[১১]

---

[৮] উছূলুদ-দ্বীন 'ইনদাল ইমাম আবী হানীফা, পৃ: ৭৩-৭৬; আবু হানীফা আন-নু'মান, পৃ: ৪৮-৫৫।

[৯] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, (তাহক্বীক্ব: বাশশার আওওয়াদ মা'রূফ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরূত, ১ম প্রকাশ: ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রী.), ২৯/৪১৯।

[১০] প্রাগুক্ত, ২৯/৪২০-৪২২।

[১১] ইবনু আব্দিল বার, আল-ইনতিক্বা ফী ফাযাইলিছ ছালাছাতিল আইম্মাতিল ফুক্বাহা, (দারুল কুতুবিল ইলমিইয়্যাহ, বৈরূত), পৃ: ১২২-১২৩, ১৭১।

কুরআন ও হাদীছ সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী বুঝা ও মেনে চলা ওয়াজিব

এখানে একটি জরুরী কথা না বললেই নয়; তা হচ্ছে এই যে, ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ সহ কারো প্রতি অন্ধভক্তি ও গোঁড়ামি দেখানো যাবে না একথা যেমন ঠিক, তেমনি একথাও ঠিক যে, কুরআন-হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আতবাউত তাবেঈন এবং তাদের যোগ্য অনুসারী এসব উলামায়ে কেরামের কথার দাম দিতে হবে। কেননা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে, 'কুরআন ও হাদীছ সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী বুঝা ও মেনে চলা ওয়াজিব' (وُجُوْبُ اِتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلٰى فَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ)।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ-صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

'আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখান; তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা গযবপ্রাপ্ত (ইয়াহূদী) ও পথভ্রষ্ট (খ্রীস্টান)' *(আল-ফাহিতা, ১/৬-৭)*। অন্য একটি আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾.

'অতএব, যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা যেরূপে তার প্রতি ঈমান এনেছো, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধিতায়' *(আল-বাক্বারাহ, ২/১৩৭)*।

অপর একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

'আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথের অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে

চার ইমামের আক্বীদা এক

সম্মানিত পাঠক! আমরা দেখে আসলাম, কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলা এবং সে পথে দাওয়াত দেওয়াই ছিল প্রসিদ্ধ চার ইমাম-সহ সর্বযুগের সকল বিশ্লেষক উলামায়ে কেরামের জীবনের একমাত্র ব্রত। যাদের অবস্থা এমন, তাদের আক্বীদাও যে এমনিতেই এক হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ সবাই যে একই ঘাঁটের মাঝি, সবার উৎসই যে এক ও অভিন্ন। কুরআন-সুন্নাহ যে আক্বীদার কথা বলেছে, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আতবাউত তাবেঈন যে আক্বীদা লালন করেছেন, তারই মূর্তপ্রতীক ছিলেন ঈমান চতুষ্টয়। একটা একটা করে চার ইমামের সকল আক্বীদা বিশ্লেষণ করলে একথাই প্রমাণিত হবে। ঈমানের একটা/দুইটা মাসআলা ছাড়া তাদের মধ্যে আক্বীদার আর কোনো ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। চলুন, দেখে আসি উলামায়ে কেরাম চার ইমামের আক্বীদার ব্যাপারে কী বলেন?

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَلَكِنْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ لَهُمْ فِي الْأُمَّةِ لِسَانُ صِدْقٍ مِثْلَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ...كَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَى أَهْلِ الْكَلَامِ مِنْ الْجَهْمِيَّةِ قَوْلَهُمْ فِي الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ وَصِفَاتِ الرَّبِّ وَكَانُوا مُتَّفِقِينَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَأَنَّ الْإِيمَانَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ.

‘তবে মুসলিম বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত হচ্ছে, চার ইমামের মতো উম্মতের মধ্যে যেসব ইমামের সুনাম-সুখ্যাতি আছে, তারা জাহমিয়্যাহ গোছের আহলে কালামদের[৭৬] প্রতিবাদ করে থাকেন, যারা কুরআন, ঈমান ও আল্লাহ্‌র গুণাবলির ব্যাপারে নিজেদের মনগড়া মতামত প্রকাশ করেন। তারা (প্রসিদ্ধ ইমামগণ) সালাফের নীতির সাথে একমত ছিলেন যে, আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে। কুরআন

[৭৬] আক্বীদা প্রমাণের ক্ষেত্রে যারা নিজেদের মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে, তারাই আহলে কালাম। তারা বলে, মস্তিষ্ক আল্লাহ্‌র যেসব গুণ সাব্যস্ত করে, সেগুলোই সাব্যস্ত। আর যেগুলো সাব্যস্ত করে না, সেগুলো সাব্যস্ত নয়।